স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

শিক্ষা অবকাঠামো খাতে সরকারের অর্জন: উন্নয়ন ও সাফল্যের এক যুগ

স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পুনর্নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং সেল গঠনের নির্দেশনা দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিআই (Directorate of Primary Instructions)-এর অধীনে একটি প্রকৌশল ইউনিট গঠন করে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত ও পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়।

পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট নামে একটি প্রকৌশল ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আদেশে) করা হয়। এরপর ১৯৮৬ সালে ৫৭১ জনবল নিয়ে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট নামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকৌশল অধিদপ্তর গঠন করা হয়। কালক্রমে এ অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে 'শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর' নামকরণ করা হয়। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ৯টি সার্কেল ও ৬৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং ৪৮৯টি উপজেলায় উপসহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নবসৃষ্ট পদসহ ৩১৭৪ জনবল নিয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশব্যাপী টেকসই, আধুনিক, পরিবেশবান্ধব দৃষ্টিনন্দন শিক্ষা অবকাঠামো বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ করে থাকে। এ ছাড়া এ অধিদপ্তর নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সার্ভে ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কার্যালয়ের নির্মাণ কাজও করে থাকে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে নির্মিত ভবনসমূহে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক টয়লেট, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প ও সহায়ক টয়লেট রয়েছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি বিবেচনায় অঞ্চলভেদে নির্মিত পরিবেশ উপযোগী শিক্ষা অবকাঠামোসমূহে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশুদ্ধ সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, নিরাপত্তার জন্য বজ্রপাত নিরোধকের ব্যবস্থা রয়েছে। সমগ্র দেশব্যাপী নির্মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে একই রকম সুবিধা

নির্মাণাধীন প্রধান কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

থাকায় শহর ও গ্রামের শিক্ষার পরিবেশে সমতা স্থাপিত হয়েছে। ফলে, নিরাপদ ও উন্নত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের পথ সুগম হয়েছে। শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে, SDG-4 এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হচ্ছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সকল দরপত্র ইজিপি'র মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। ফলশ্রুতিতে, ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে; দরপত্র কার্যক্রম অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক হচ্ছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে অধিক সংখ্যক ঠিকাদারের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে সদা তৎপর। এ লক্ষ্যে কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত Stake Holder গণ এবং Local Supervision Committee নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন।

উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের হালনাগাদ তথ্য খুব সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক

উপজেলাভিত্তিক সারা দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক/কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য, প্রতিষ্ঠানের ভূমি সংক্রান্ত তথ্য, অবকাঠামো

৬-দফা মঞ্চ, লালদিঘী ময়দান, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে ৬-দফা মঞ্চ এবং বাঙালির রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ছবিযুক্ত টেরাকোটা সংবলিত সীমানা প্রাচীর

চাঁদপুর সরকারি কলেজ ভবনের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য ও আসবাবপত্রের তথ্য সংবলিত একটি অনলাইন ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। ডাটাবেইজটি **"শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য"** নামে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত রয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ঐতিহাসিক '৬-দফা'র ঘোষণাস্থল চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে '৬-দফা'র অনুলিপি ও '৬-দফা' সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পোস্টারযুক্ত ছবিসহ একটি মুক্তমঞ্চ নির্মাণ এবং মাঠের চারপাশে বিদ্যমান সীমানা প্রাচীরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ছবিযুক্ত টেরাকোটা স্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে ময়দানের চারদিকে সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।

বর্তমানে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের ৭৭ হাজার ২ শত ১৫ কোটি টাকা মূল্যের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রকল্প ১৮টি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ৮টি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ৮টি, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ১টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ৮টি প্রকল্প রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিবছর রাজস্ব খাতের আওতায় প্রায় ১০০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ/বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ এবং ১৫০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ভবনের মেরামত ও সংস্কার করা হয়।

- ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ৫টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ঢাকা শহরে ১১টি সরকারি স্কুল ও ৭টি সরকারি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত খুলনা, বরিশাল ও সিলেট শহরে ৭টি নতুন সরকারি স্কুল স্থাপন করা হয়েছে;

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন:

হরিশ্বর তালুক উচ্চ বিদ্যালয়, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন:

আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সদর, মেহেরপুর

"সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন:

ময়মনসিংহ জেলা অফিস

"বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন:

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

"কুমিল্লা জেলার লালমাই ডিগ্রি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন:

লালমাই ডিগ্রি কলেজ, কুমিল্লা

"নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ফেনী জেলার দুটি সরকারি এবং দুটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন:

সোমপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, চাটখিল, নোয়াখালী

"শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত ৭০টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন" শীর্ষ প্রকল্প:

100 Bedded Boys' Hostel, Kurigram Govt. College

"নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প:

গোলাম রহমান শাহ্ ফাজিল মাদ্রাসা, খানপুর, দিনাজপুর

"তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প:

দেবোত্তর ডিগ্রি কলেজ, আটঘরিয়া, পাবনা

সাইক্লোন শেল্টার: মুন্সিগঞ্জ কলেজ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

"১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প:

ভেড়ামাড়া টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

মুজিববর্ষে শূন্যপদ পূরণের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পিএসসি'র মাধ্যমে ৩৮তম বিসিএস নন-ক্যাডার থেকে ইতোমধ্যে ৬০ জন সহকারী প্রকৌশলী যোগদান করেছেন এবং আরও ০২ জন স্থপতি এবং ৬০ জন সহকারী প্রকৌশলীকে নিয়োগের জন্য পিএসসি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পুলিশ প্রতিবেদন সমাপনান্তে শীঘ্রই তাদের যোগদান কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। এ ছাড়া পিএসসি কর্তৃক ৩৬১ জন উপসহকারী প্রকৌশলীর নিয়োগের লক্ষ্যে মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়াও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১২৬৫টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এপিএ বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রথম স্থান অর্জন করে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন (২য় ব্লক), ঢাকা।
www.eedmoe.gov.bd